দামুড়হুদায় ডিবির অভিযানে এক কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের চলমান মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন কোমরপুর পূর্বপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি কোমরপুর গ্রামের মৃত আঃ রহমানের ছেলে মোঃ ইউসুফ আলী (৬৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামের সার্বিক নির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) এসআই জুম্মান খান ও এএসআই ছানোয়ার হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ গতকাল শুক্রবার সকাল আনুমানিক ৯টা ৪৫ মিনিটের দিকে কোমরপুর পূর্বপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানকালে ওই গ্রামের ইমদাদুলের ছেলে আঃ সালামের বাঁশবাগানের সামনের পাকা রাস্তার ওপর থেকে ইউসুফ আলীকে ১ কেজি গাঁজাসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে জেলা ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে ২ কেজি গাঁজাসহ দু’জন আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারে জেলা ট্রাফিক পুলিশের নিয়মিত অভিযানে গাঁজাসহ দুই মোটরসাইকেল আরোহীকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার বারাদী বাজারে ট্রাফিক অভিযান পরিচালনা কালীন সময়ে বেলা ১১.৪০ টার দিকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, মেহেরপুরের গাংনী থানাধীন ভাটপাড়া গ্রামের তাইজুল ইসলামের ছেলে মহিদুল ইসলাম (২৮) ও সদর থানার খোকসা কদমতলা পাড়ার মরহুম মোতালেব মিয়ার ছেলে মহিদুল ইসলাম (৩৬)।

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের চৌকস ট্রাফিক ইন্সপেক্টর বিশ্বদেব ঘোষ এর নেতৃত্বে সার্জেন্ট মোজাফফর, সার্জেন্ট অথেলো রানা, সার্জেন্ট মামুন ও কনস্টেবল সাইফুল বারাদী বাজারে বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে বিভিন্ন যানবাহনের উপর নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় উক্ত ব্যক্তিদের মোটরসাইকেল থামিয়ে কাগজপত্র দেখতে চাইলে তারা কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে তাদের মোটরসাইকেল থেকে নামতে বললে মহিদুলের লুঙ্গির নিচে থাকা পলিথিনে মোড়ানো দুই কেজি একটি গাঁজার পুঁটলি মাটিতে পড়ে যায়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা গাঁজা সরবরাহের কথা স্বীকার করলে তাদের আটক করে বারাদী পুলিশ ক্যাম্প হেফাজতে নেয়া হয়।

এসময় তাদের ব্যবহৃত নাম্বার প্লেট বিহীন একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়। পরে তাদের মেহেরপুর সদর থানায় সোপর্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতা আটক

আলমডাঙ্গায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ লিখন নামের এক ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার হয়েছে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার বাবুপাড়া এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প হারদী ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ লিখন নামের একজন ছাত্রদল নেতাকে আটক করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন তোফাজ্জেল হকের নেতৃত্বে গভীর রাতে পরিচালিত এ অভিযানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাবুপাড়ার একটি টংঘর ঘিরে ফেলে অভিযানে অংশ নেয় সেনা ও পুলিশ সদস্যরা। অভিযান চলাকালে টংঘরের ভেতর থেকে একটি ওয়ান শুটার গান, একটি চাইনিজ কুড়াল, এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। একই সময় সেখানেই অবস্থানরত মৃত তারাচাঁদের ছেলে মোঃ লিখন হাসান হিরক(২৬) কে আটক করা হয়।

উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও আলামত পুলিশ জব্দ করে এবং আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল জানান, সেনাবাহিনীর নির্দেশনায় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান

পরিচ্ছন্ন জেলা গড়তে এবং জনদুর্ভোগ কমাতে ঝিনাইদহে মহাসড়কের পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় জেলা শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ অভিযানের উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহে স্থানীয়র সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়।

জেলা প্রশাসন ও সড়ক বিভাগের উদ্যোগে স্কাউটের সহযোগীতায় শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে আরাপপুর জামতলা হয়ে আরাপপুর মোড়, পাগলা কানাই সড়ক, চুয়াডাঙ্গা সড়কসহ শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিচ্ছন্ন অভিযান করা হয়। এ সময় মহাসড়কের পাশে থাকা কাঠের গুড়ির ভাগাড়, বালুর স্তুপ সহ অস্থায়ী অবকাঠামো অপসারণ করা হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভাগের উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায় বলেন, জনভোগান্তি নিরসন ও পরিচ্ছন্ন জেলা গড়তে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। সড়ক-মহাসড়কের পাশে কোন অবৈধ স্থাপনা ও সামগ্রী রাখা থেকে জনগনকে বিরত থাকতে হবে। শহরটি সবার, সবাই মিলে শহরকে সুন্দর রাখার চেষ্টা করা উচিত।

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর শেখপাড়া এলাকায় সার ব্যবস্থাপনা আইন অমান্য করে লাইসেন্সবিহীনভাবে জৈব সার প্যাকেট করার দায়ে মো. আনোয়ারুল নামের এক ব্যক্তিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল বুধবার বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে পরিচালিত এ অভিযানে আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬-এর ১২(৩) ধারায় ১০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান। দোষী আনোয়ারুল জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামের রবিউল হকের ছেলে।

অভিযানে প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার। আদালত পরিচালনার সময় দামুড়হুদা মডেল থানার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেন।

দোয়েলের চিমনিসহ গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর দুটি ভাটার ইট

মেহেরপুরের গাংনীতে অনুমোদন ছাড়াই পরিচালিত অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসন। গতকাল সোমবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় একযোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানসূত্রে জানা যায়, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন–২০১৩ লঙ্ঘন করে দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া বেশ কয়েকটি ভাটায় ইট উৎপাদন চলছিল। এসব ভাটা পরিবেশের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলায় কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে মাঠে নামে।

সকালের অভিযানে গাংনী পৌর এলাকার ধানখোলা রোডে অবস্থিত ‘দোয়েল ব্রিকস’ নামের অবৈধ ইটভাটাটি ভেঙে দেওয়া হয়। ভাটার চিমনি, ভাটা কাঠামোসহ উৎপাদন–সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো গুঁড়িয়ে দেয় অভিযাত্রী দল।

অভিযান পরিচালনা করেন খুলনা পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মমতাজ বেগম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের ইন্সপেক্টর টিপু সুলতান,জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি এবং যৌথ বাহিনীর একটি বিশেষ টিম।

এছাড়া রিপন ইটভাটা ও সুপার ইটভাড়ার সাজানো ইট ভেঙ্গে দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে অবৈধ ভাটাগুলোতে অভিযান চালানো হবে বলেছেন জানিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা । তবে প্রাথমিকভাবে ড্রাম চিমনি ব্যবহারকৃক ভাটাগুলোতে অভিযান শুরু হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, ইটভাটায় ড্রাম চিমনি ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে সরকার।কিন্তু কিছু ভাটামালিক অবৈধভাবে এই চিমনি ব্যবহার করে আসছে।তাই অবৈধ ভাটাগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে।১টি ইটভাটা ভাঙা হয়েছে।২টির রাউন্ড ভাঙা হয়েছে। আরও একটিতে অভিযান চালানো হবে।পর্যায়ক্রমে এ অভিযান চলমান থাকবে।

অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মমতাজ বেগম বলেন, “পরিবেশ ধ্বংস করে কোনো ইটভাটা চলতে দেওয়া হবে না। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলমান থাকবে।”

এসময় পরিবেশ অধিদপ্তরের মেহরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক শেখ কামাল মেহেদী, পরিদর্শক টিপু সুলতানসহ সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আনসার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান

জামজামি বাজারের ব্রিজ এলাকায় সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় ফাঁড়ি–পুলিশের সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আশিষ কুমার বসু।

উপজেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, জামজামি বাজারের ব্রিজের দুই পাশ এবং আশপাশের সরকারি জায়গাগুলো দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ব্যক্তি দোকান, স্থাপনা ও অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে দখল করে রেখেছিলেন। এতে ব্রিজের মুখে জায়গা সংকুচিত হয়ে বাজারের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হচ্ছিল। বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি হতো এবং ছোটখাটো দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েকবার দখল সরানোর মৌখিক নির্দেশনা দেওয়া হলেও দখলদাররা তা উপেক্ষা করেন। পরবর্তীতে সরেজমিনে যাচাই-বাছাই শেষে উপজেলা প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে বেশ কয়েকটি স্থাপনা অপসারণ করা হয় এবং সরকারি জমিটি সম্পূর্ণ দখলমুক্ত করা হয়। এতে ব্রিজের দুই পাশের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি পায় এবং বাজার এলাকায় স্বাভাবিক চলাচল পুনরায় নিশ্চিত হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দখলদারির কারণে বাজারের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ব্রিজ এলাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি ছিল বেশি। উচ্ছেদ অভিযানে তারা স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আশিষ কুমার বসু বলেন, সরকারি খাসজমিতে কোনো ধরনের অবৈধ দখল বরদাস্ত করা হবে না। নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। প্রয়োজন হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, বাজারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং জনসাধারণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ।

চুয়াডাঙ্গায় দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩২ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ সময় অক্সিজেন সিলিন্ডারে রিফিল ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ না থাকায় দুইটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মঙ্গলবার দুপুরে জেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ অভিযান পরিচালনা করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে সদর উপজেলার নতুন বাজার ও বড়বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত চলা অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় রোগীর জন্য ব্যবহৃত গ্যাস, শিশুখাদ্য ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী তদারকি করা হয়।

অভিযানকালে অক্সিজেন সিলিন্ডারে রিফিল ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৪৫ ধারায় জনাব শেখ

আজিম উদ্দিনের প্রতিষ্ঠান মেসার্স বেঙ্গল গ্যাস-কে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া, পণ্যে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং উৎপাদনকারীর যথাযথ তথ্য না থাকায় রঙিন চিপস বিক্রির অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৩৭ ধারায় মো. ফারুক হোসেনের প্রতিষ্ঠান মেসার্স মিঠুন স্টোরকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সর্বমোট দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩২ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে।

অপরদিকে বড়বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকানে হলুদ রং ব্যবহার করে ভেজাল মুগডাল বিক্রি হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা হয়। তবে বাজারে বিদ্যমান মুগডালে কোনো ক্ষতিকর রঙের মিশ্রণ পাওয়া যায়নি।

এ সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ত্রুটিসমূহ সংশোধনের নির্দেশনা দেওয়া হয় এবং ক্ষতিকর রঙ মিশ্রিত মুগডাল ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সহযোগিতায় ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম ও পুলিশের একটি টিম।

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের ভাটপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি ওয়ান শুটারগান (পিস্তল), তিন রাউন্ড গুলি ও তিনটি দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

শনিবার (৮ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গাংনীস্থ সেনাবাহিনী ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের

ভিত্তিতে ভাটপাড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি দল অভিযানে নামে। সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে অপরাধচক্রটি পালিয়ে যায়। এ সময় তাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র ও গুলি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থার জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ মাংসের দোকানে অভিযান, জরিমানা আদায়

ঝিনাইদহের কালিগঞ্জে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান করে, দুজন মাংস ব্যবসায়ীর নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে ।

বুধবার (২২অক্টোবর) সকালে পৌরসভার খাদ্য গোডাইনের সামনে ও কালিগঞ্জ পৌর হাটচাঁদনীর মাংসের দোকানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম।

এসময় অস্বাস্থ্যকর অপরিচ্ছন্ন খোলামেলা পরিবেশে গরু ও ছাগলের মাংস বিক্রি করার অপরাধে ২ জন মাংস ব্যবসায়ী প্রত্যেককে দেড় হাজার টাকা করে মোট ৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়া নলডাঙ্গা রোডে পচা মাংস বিক্রির অপরাধে এক ব্যবসায়ীর মাংস মাটিতে পুতে ফেলা হয়।

এসময় প্রসিকিউশন কর্মকর্তা হিসাবে উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর আলমগীর হোসেনসহ কালিগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম বলেন, আপনার স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশে মাংস বিক্রি করুন। আপনারা সচেতন হোন। আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করবেন না। জনস্বার্থে ও জনস্বাস্থ্যে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।